IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

বাদল সরকার ও তাঁর উদ্ভট নাটক ‘পরে কোনোদিন’-- এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন

ঘনশ্যাম রায়

ড. মধুসূদন অধিকারী

আধুনিক কালে সাহিত্যের নানা ক্ষেত্রে বহু বিচিত্র চিন্তাভাবনার আমদানী করা হয়েছে এবং সেই সমস্ত চিন্তাভাবনাকে অবলম্বন করে নানাজাতের সাহিত্য রচিত হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালীন সময়ে পাশ্চাত্যের অস্তিত্ববাদী নাট্যকারেরা তাঁদের নাটকে প্রথম মানব্জীবনের ক্লেশ-গ্লানি-রিক্ততাকে নানাভাবে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। তাঁরা মনে করেন মানুষের সঙ্গে সমাজ বা রাষ্ট্রের কোনো সম্পর্ক নেই। পাশ্চাত্যের নাটকগুলি লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে সেখানকার ‘anti-hero’-রা সবসময় তার পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে নিজেকে চরমভাবে বিচ্ছিন্ন বলে মনে করে। আর এই বিচ্ছিন্ন মানুষ যখন একটা অস্তিত্বজনিত সঙ্কটময়তার পথ ধরে অগ্রসর হয়, তখন সেই কন্টকময় মানুষের যাবতীয় কর্মধারা হয়ে ওঠে লক্ষ্যহীন বা অনির্দ্দেশ্য। একঘেয়ে কর্মব্যস্ততা সবসময় মানুষকে পরিহাস করে বিব্রত করে তোলে অথচ সেই অনির্দ্দেশ্য যাত্রাপথের গন্তব্য সম্পর্কেও সে অজ্ঞ থাকে। জীবনের একঘেয়েমি থেকে নিজেকে মুক্ত করার শক্তি যেমন তার থাকেনা আবার জীবনকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলেও চাই লক্ষ্য, সেটিও তার নেই। তাই চলতে গেলে জীবনই তাকে পরিহাস করে। নাট্যকার বাদল সরকার চলমান মানবজীবনের যাত্রাপথের এরকম একটা ‘মুড’কে অবলম্বন করে তাঁর অ্যাবসার্ড নাটকগুলি রচনার প্রয়াস পেয়েছেন। অ্যাবসার্ড নাটকের ক্ষেত্রে বেশীরভাগ সময়ই দেখা যায় যে নাট্যকারেরা নাট্য-শিল্প সম্পর্কিত পূর্ব নিয়ম-শৃঙ্খলাকে নস্যাৎ করে এক নতুন পথের সন্ধান করেন। আর নাট্যকার বাদল সরকার মানব্জীবনের সম্পর্কহীন অমসৃণ নতুন পথের সন্ধান করতে গিয়ে ‘পরে কোনোদিন’ নাটকে ঘটনাচক্রের ঘোলাটে মিশ্রণে দর্শক বা পাঠককে অন্ধকারের ঘোরে নিয়ে গিয়েছেন।

বাংলা নাট্য সাহিত্যে বাদল সরকার তাঁর উদ্ভট নাটকগুলির সাহায্যে বিশ্ব নাট্যজগতে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছেন এবং এর ফলে বাংলা নাটক বিশ্বের নাটকের দরবারে একটা স্বতন্ত্র স্থান দখল করে নিয়েছে। তিনি শুধুমাত্র একজন নাট্যকারই ছিলেন না-- তিনি একজন সফল নাট্যকর্মীও ছিলেন□ ১৯৬৭

খ্রীষ্টাব্দে ‘শতাব্দী’ নাট্য সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা বাদল সরকার একসময় কর্মসূত্রে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়ান এবং মার্টিন এসলিনের ‘Absurd Drama’ বা উদ্ভট নাট্যধারার সংস্পর্শে আসেন। উত্তর-আধুনিক সময়ে সাধারণ মানুষ যে একটা বিগড়ে যাওয়া জগতের মধ্যে বসবাস করছিল। এই জগতের অর্থকে না বোঝা, উদ্দেশ্যহীনভাবে বেঁচে থাকা এবং উদভ্রান্ত, অস্পষ্ট, বিপন্ন জীবনের থেকে উত্তরণের পথ ও পন্থা হিসেবে উদ্ভট নাটক Absurd আবির্ভূত হয়। জীবনকে দেখার বিস্তৃত অভিজ্ঞতা থেকে বাদল সরকার মহাশয় তাঁর নাটকে ভারতবর্ষের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে গ্রামীণ ও অন্তেবাসী নিঃস্ব মানুষের বঞ্চনাকে তাঁর নাটকের নাট্যবস্তু করে তোলেন এবং গতানুগতিক নাট্যধারার মূল স্রোতের আড়ালে এক অভিনব নাট্যপ্রকল্প হিসাবে ‘Third Theatre’ গড়ে তোলেন। আধুনিক জীবন-জিজ্ঞাসা, ব্যক্তি ও সমাজের টালমাটাল স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষার সাথে প্রচলিত সামাজিক গতানুগতিকতার সংঘাত, ব্যক্তির বিবেক ও মানবসত্তার অস্তিত্বের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন নিয়ে তিনি ‘পরে কোনোদিন’ নাটকটি রচনা করেন।

বাদল সরকারের ‘পরে কোনোদিন’ নাটকটিতে উদ্ভট তত্ত্বের প্রকাশ ঘটেছে। তবে নাটকটিতে Absurd বা উদ্ভটতত্ত্বের ছায়া রয়েছে। জীবনের আশা, নিরাশা ও ভালোবাসা সমস্ত কিছুর মাঝে এক গভীর সূক্ষ্ম তাৎপর্যকে নাট্যকার এখানে উচ্চারিত করেছেন। নাটকটির শঙ্কর চরিত্রের মাধ্যমে তার জীবনে ঘটে যাওয়া কিছু জীবন-কাহিনীর আলো-আঁধারি খেলা অমোঘ নিয়তির সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছে। সে যেন জীবন যন্ত্রণায় পর্যুদস্ত। তার সুন্দর জীবনে ক্লিয়া কেমন করে তার জীবনকে এক নৈরাশ্যের পথে নিয়ে গিয়েছে তা নাট্যকার এখানে দেখাতে চেয়েছেন। মানুষের চেতনা, চৈতন্য ও জীবনবোধ কিভাবে বিচ্ছিন্ন, বিশৃংখল নৈরাশ্যবাদে পরিণত হয়েছে তা তিনি এখানে দেখিয়েছেন। তাঁর শক্তিশালী যুক্তিনিষ্ঠতায় শঙ্কলাল ঘোষের জীবন এবং ক্লিয়ার জীবনকে প্লট করে এক সূক্ষ্ম চেতনাপ্রবাহমূলক রীতির অবতারণা করেছেন। অদ্ভুত চরিত্র সৃজনের মাধ্যমে নাট্য-কাহিনীতে একটা ধোঁয়াশার সৃষ্টি করেছেন। অস্তিবাদি দর্শনের ছায়ায় একে অপরের সাথে গোলকধায় আকর্ষিত হয়ে এই নাটকের চরিত্ররা যেন তাদের জীবনের অস্তিত্বকে হারিয়ে ফেলেছে।

‘পরে কোনোদিন’ নাট্যকার বাদল সরকার মহাশয়ের একটি প্রতিনিধিস্থানীয় নাটক। এই বহু-বিতর্কিত নাটকটি আধুনিক বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে একটি সম্পূর্ণ নতুন নাট্যধারার প্রবর্তন করল। এই নতুন নাট্যধারা বিশ্বের নাটকের দরবারে ‘অ্যাবসার্ড’ নামে পরিচিত। এই অ্যাবসার্ড জীবনদর্শনের প্রধান কথা হ’ল জীবনের সঙ্গতি, সামঞ্জস্য ও অর্থময়তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা। কিন্তু জীবনের নানা অসঙ্গতি ও অর্থহীনতার গভীরেও জীবন সম্পর্কে এক সত্য দর্শনের আভাস পাওয়া যায় এই শ্রেণির নাটকে। বাদল সরকারের উদ্ভট নাটক ‘পরে কোনদিন’ বাংলা নাট্য-সাহিত্যের ভাণ্ডারকে অভূতপূর্ব সমৃদ্ধি দান করেছে। জীবন জিজ্ঞাসা,

শূন্যতাবোধ ও এলিয়েনেশন কিভাবে জীবনের আলোকে অন্ধকারময় করে তোলে বাদল সরকার তাঁর ‘পরে কোনোদিন’ নাটকের মাধ্যমে সার্থকভাবে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন□

‘পরে কোনোদিন’ নাটকটি ‘বাকি ইতিহাস’ নাটকটি রচনার পাশাপাশি নাট্যকার রচনা করেছিলেন□ এ নাটকটিতে ‘বাকি ইতিহাস’ নাটকেরই একটা ভিন্ন অনুবর্তন লক্ষ্য করা যায়□ ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে পাঁচ মাস থেকে আট মাস পর্যন্ত এই সময়কালে নাট্যকার ‘পরে কোনোদিন’ নাটকটি রচনা করেছিলেন□ এই নাটকে তিনি যন্ত্রণা তাড়িত; তাই জীবনের বিশ্বাসকে এক ছোট্ট গণ্ডির মধ্যে আবৃত্ত করতে চেয়েছেন□ জীবনের আশা- নিরাশার দোদুল্যমানতায় তিনি বারবার দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছেন□ নাটকের চরিত্র হিসেবে শঙ্কর চরিত্রের মাধ্যমে তিনি নিজেকে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছেন□ নাটকটির নামকরণের মধ্য দিয়েই নাটকটির ভেতরের ক্লান্তি ও শান্তির এক নিঃসীম নৈরাশ্যকে লক্ষ্য করা গিয়েছে□ এখন নয় পরে কোনোদিন-- এরকম গতিহীনতা মানুষকে জনগোষ্ঠীতে পরিণত করবে বলে তিনি দেখাতে চেয়েছেন; পরিবর্তনের ডাককে মেনে তিনি তিনি কষ্ট বোধ করেন; অনাগত ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও তিনি যথেষ্ট উদ্বিগ্ন□ তাই নাটকে শঙ্করকে উচ্চারণ করতে শোনা যায় অতীতের স্মৃতি□ বর্তমান নাটকটির নির্মাণের ক্ষেত্রে নাট্যকার একটু ভিন্ন কৌশল অবলম্বন করেছেন□ শঙ্করকে তিনি অতীতের এক নির্দিষ্ট বিন্দু কেন্দ্রবিন্দু থেকে বলিয়েছেন, যা নাটকে বর্তমানে পাঠকসমাজ তা উপলব্ধি করছে□ শঙ্করের বিবৃতি এবং নাটকের ঘটনা মিলেমিশে এখানে একাকার হয়ে গিয়েছে□ অতীতকালের এক আলো-আঁধারের মায়াজালে নাটকটি যেন গড়ে উঠেছে□ নাটকের তিনটি আলাদা আলাদা অজানা জীবন যাত্রার কাহিনী সম্বন্ধিত তিনজন চরিত্র লক্ষ্য করা যায়□ সংঘর্ষে তিন জনের কথা থেকেই তিনি খুঁজে নেন ইতিহাসের অমোঘ নিয়তি-সূত্র□ এই তিনজন বর্তমান থেকে অতীতে যেকোনো সময়ে চলে যেতে পারেন এবং ফিরে আসতে পারেন□ তারা কখনো চলে যান ১২৬ বছর আগের রোমের শার্লামেনের অভিষেকে; ১৪শ শতাব্দীর শেষে ক্যান্টারবেরি টেলস বা ২৫ অক্টোবর ১৯২৬ সালে-- যেখানে মোহনপুর নামে এক সুন্দর গ্রাম আছে; সেখানে সুন্দরী উল্কাপাত ঘটে তাতে মারা যায় ৮১৬ জন। আবার তারা ফিরে যান মহামারীতে যেখানে মারা যায় আড়াই হাজার জন□ এই ধ্বংসস্তূপের মধ্যে বসে থেকে শেরিন সৃষ্টি করে তার অমর সৃষ্টি□ অতীতের ধ্বংসস্তূপ থেকে আবার নাট্যকারের ক্যামেরা ফিরে যেতে দেখি হিরোশিমা- নাগাসাকিতে□ এই ঘটনাগুলি নাটকের পারম্পর্য বিন্যস্ততাকে নষ্ট করে□ তাই আমরা নাটকটিকে উদ্ভট নাটকের ধারায় গণ্য করতে পারি□ নাটকের ক্লিয়ার উদাত্ত কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে মানুষের জীবন সম্পর্কে জড়িয়ে থাকা এক বিশ্লেষণী ব্যবস্থার নৈরাশ্যের কথা□ এই নৈরাশ্য-নাটকের বৈশিষ্ট্য ধারণ করে সে বলেছে যুদ্ধ দুর্ভিক্ষ মহামারী অর্থনৈতিক দুঃসময় কিছু না কিছু ছিল, যার জন্য সুন্দর সুন্দর দিন সব ব্যর্থ হয়ে গেছ□ মানব জীবন যেন অর্কিডের ঝোলানো বাগানে ঝুলে থাকা এক তারের খাঁচা-- যা প্রতিনিয়ত আমাদের যন্ত্রণাদগ্ধ করে। সময় ও পরিসরের আবর্তে আমাদের মুক্তি নেই□ জীবনের সিঁড়ি ভাঙা অঙ্ক বড়ই জটিল□ এই সিঁড়ি ভেঙ্গে কেউ ওপরে উঠতে পারে আবার কেউ

বিফলতায় পর্যবসিত হয়; সাফল্যের সিঁড়ির মাথায় কেউ উঠে ও ব্যর্থতার গন্তব্যে পড়ে যায়□ এই ওঠা-নামার এক জটিল অঙ্ক খেলতে খেলতেই জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে□

মানুষ একটা বিগড়ে যাওয়া জগতে বাস করে। এ জগতের অর্থ কিছু বোঝা যায় না□ মানুষ এখানে উদ্দেশ্যহীন ভাবে বাঁচে□ উপরন্ত সে উদভ্রান্ত তুচ্ছ অসুবিধে নিয়ে ব্যস্ত এবং অস্পষ্টভাবে বিপন্ন□ এটাকে শুধুমাত্র তাদের উৎকল্পনা বলে উড়িয়ে দেওয়ার যায় না□ গণতন্ত্রের চাপে রেনেসাঁস আমল থেকে জগৎ ও সমাজ থেকে চির স্তরবিন্যাসের ধারণাটা ক্রমে লোপ পেতে আরম্ভ করেছিল। ফলে জগৎকে ব্যাখ্যা করার প্রয়াস নষ্ট হয়ে যায়□ উনিশ শতকে ডারউইন ও নিৎসের তত্ত্বের প্রভাবে ঈশ্বরও দুনিয়া থেকে পাকাপাকিভাবে বিদায় নিয়েছেন□ ফলে বিশ শতকে মানুষের চৈতন্য থেকে জীবন, ধর্মবোধ ও ঐশ্বরিক চেতনা ক্রমে হারিয়ে গিয়ে তার জগৎটাকে ছিন্ন- বিচ্ছিন্ন করে গিয়েছিল□ এই চলমান পৃথিবীতে যদি কেউ না থাকে, তবে তো জগৎ নিশ্চয় বিশৃঙ্খল হয়ে পড়বে□ এই ধারণার মাধ্যমেই মানুষ তার চেতনায় আঘাত পেয়েছিল। যার ফলেই নৈরাশ্যবাদের সৃষ্টি; চৈতন্যের যুক্তিময় উপরিতলের ঠিক নিচেই ঢের বেশি শক্তিশালী যুক্তিহীনতার প্রেরণা কাজ করেছে। ‘পরে কোনোদিন’ নাটকে বাদল সরকার কয়েকটি চরিত্রের মাধ্যমে আমাদের সামনে এই নৈরাশ্যবাদকে প্রকট করার চেষ্টা করেছেন□

শঙ্করলাল ঘোষ মেডিকেল কলেজের ছাত্র□ তার দাদা শিবলাল দত্ত□ তাদের একটি বাড়ি রয়েছে□ মোহনপুরে সেই বাড়িটিতে নতুন ভাড়া এসেছে। ভাড়াটিয়া ক্লিয়া ও তার সহযোগী কোথা থেকে এসেছে, তাদের দেশ কোথায় তা সঠিকভাবে জানা যায় না□ তাদের বাড়ি কেনার জন্য একদল লোক আসেন ২৫ হাজার টাকায় বাড়ি কিনতে চায়□ তাই কিভাবে ভাড়াটিয়াকে তাড়ানো যাবে সেই বিষয়ে শিবলাল দত্ত তার ভাই শঙ্করলাল দত্তের সাথে পরামর্শ করতে আসে□ শঙ্কর দায়িত্ব নেন, কিন্তু শঙ্কর অনেক চেষ্টা করেও তাদের বাড়িতে আসা নতুন ভাড়াটিয়ার মত পরিবর্তন করতে পারেন না এবং তারা সেই বাড়িতে থেকে যায়□

এরপরই নাটকের প্লট তৈরি হয়□ এই ভাড়াটিয়া ক্লিয়া ওর তার সহযোগী এদের দেশ কোথায় তা জানা যায় না; এরা কি করে তা জানা যায় না□ এদের কোনো কথাই পরিষ্কার নয় অর্থাৎ কুয়াশায় আচ্ছন্ন□ নাট্যকার এখানে এই ক্লিয়ার এবং তার সহযোগী চরিত্রের মাধ্যমে এই নাটকে অস্তিবাদী দর্শনের একটা ইঙ্গিত দিয়েছেন□ এখানে নাট্যকার প্রথম অঙ্কের সূচনাতেই লিখেছেন মানসিক শক্তিতে প্রচন্ড যন্ত্রণা জয় করে একটা প্রতিজ্ঞাকে খাড়া করবার চেষ্টা করছে কেউ। কিন্তু এই প্রতিজ্ঞা কি, কিসের যন্ত্রণা, কি তার মানসিক শক্তি?- এর মধ্যে যে এক সূক্ষ্ম মেলবন্ধন রয়েছে সেই বিশৃঙ্খল বিষয়কে তিনি এখানে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছেন নাটকে□ নাট্যকার শঙ্কর এবং ক্লিয়ার কথোপকথনের মাধ্যমে সকলের জীবনের টানাপোড়েন, ক্লিয়ার ভালবাসার ছেলে-খেলা এবং ক্লিয়ার এই ছুটে বেড়ানো, পৃথিবীর সমস্ত নিয়ম-নীতি ও সামাজিক সম্পর্ক থেকে দূরে চলে যাওয়া-- এই বিষয়গুলিকে এখানে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছেন□ তাই তিনি ক্লিয়াকে এক অদ্ভুত চরিত্রে উপস্থাপন করেছেন□ শঙ্কর ক্লিয়াকে বুঝতে পারে না; বুঝতে না পারা এবং

ধোঁয়াশার সৃষ্টি হওয়া এখানে এসিস্টেন্সিয়ালিজম বা অস্তিবাদী দর্শনের প্রমাণ□ ক্লিয়া এবং তার সহযোগীরা এই মোহনপুরে এসেছেন এক ভৌগোলিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য□ এখানে কি ঘটবে বা তারা কি করছে বা তাদের গবেষণা কি এগুলো কখনোই সমস্ত নাটকের সমস্ত অঙ্ক জুড়ে ক্লিয়া প্রকাশ করতে চাননি□ ক্লিয়াকে প্রশ্ন করলে শঙ্করকে ক্লিয়া উত্তর দেয়নি□ যেমন-

"শঙ্কর- ক্লিয়া তোমার দেশ কোথায়?

ক্লিয়ার- প্রশ্ন কোরোনা□ শঙ্কর আমার বলবার উপায় নেই□ আমাদের কারো বলার অধিকার নেই□"(প্রথম অংক)

এখানে আমরা দেখতে পাই ক্লিয়া তার নিজের সম্পর্কে বলতে নারাজ□ নাট্যকার বাদল সরকার তাঁর অন্যান্য নাটকেও এভাবেই একটি চরিত্রকে অস্তিবাদী দর্শনের মাধ্যমে উপস্থাপিত করে উদ্ভট নাটকের নতুন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে দান করেছেন□ ইন্দ্রজিৎ যেমন পৃথিবীর আবর্তে থেকে, সমাজে থেকে নিজের বৈশিষ্ট্যকে কখনো হারিয়ে যেতে দেয়নি□ সে অন্যের বৈশিষ্ট্য ধারণ করেছ কিন্তু সে সব শেষে নিজের বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল থেকেছে। সেরকম ভাবে ক্লিয়াওীই নাটকে তার নিজের বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল থেকেছে। সে নিজেকে চিনতে দেয়নি কাউকে। সে পঁচিশ তারিখের রাতে শঙ্করের ভাড়া বাড়ি থেকে উধাও হয়ে যায়□ তাকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না□ তারা ভৌগোলিক কিছু খোঁজাখুঁজি করেছে, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছে। এই বিষয়টি শঙ্কর শেষ অবধি বুঝে উঠতে পারেনি। শঙ্কর ক্লিয়াকে প্রশ্ন করেছিল

"শঙ্কর- ওরা কি বলে গেল ক্লিয়া

ক্লিয়া- কিছু না□ ও নিয়ে তুমি মাথা ঘামিয়ো না□

শঙ্কর- কিসের হস্তক্ষেপ□ কিসের ক্ষতি□

ক্লিয়া- কিছু না, কিছু না□

শঙ্কর- তুমি ভেবোনা ঘুমাও□ আমি আসি□" (দ্বিতীয় অঙ্ক)

এভাবে ক্লিয়া সব সময় নিজেকে আড়াল করে নিয়েছে□ সে সমাজে থেকেও সামাজিক নিয়ম-নীতি মেনেও শঙ্করের কাছ থেকে তাদের বিষয়কে গোপন করেছিল□ তাই শঙ্কর ও ক্লিয়ার প্রেম সম্পর্কের মাঝে এমন ভাবে এক দূরত্ব সৃষ্টি হয়ে যাবে হঠাৎ করে শঙ্কর তা ভুলেও ভাবেনি□ আসলে নাট্যকার জীবনের সাথে মানুষের যে সম্পর্ক সেটিকে দেখাতে চেয়েছেন□ মানুষ ধীরে ধীরে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নিজেকে স্থাপন করে নেয়; তার মধ্যে এক 'লিপ অফ ফেইথ'-এর জন্ম হয়□ এভাবেই মানুষ ধীরে ধীরে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে□ এই চরিত্রটি কিভাবে কি করে-- এই গোলকধাঁধায় ফেলার জন্যই নাট্যকার এই উদ্ভট নাটকটি সৃষ্টি করেছেন। 'পরে কোনোদিন' নাটকটিতেও কিছুটা অংশ জুড়ে এই উদ্ভট নাটকের বৈশিষ্ট্যকে

পাওয়া যায় মোহনপুরে ৮০০ লোকের মৃত্যু ঘটা এবং পরে মহামারীতে মোট ২৫০০ লোকের মৃত্যু ক্লিয়াকে বিস্মিত করেছে। ক্লিয়া পারলে বিষয়টিকে জানাতে পারত কিন্তু সে জানায়নি। শঙ্কর তাই বলছেন-

"ক্লিয়া কি হয়েছে ক্লিয়া কি হয়েছে বল

ক্লিয়া- আমি বলতে পারব না না না জানতে চেওনা, না না জানতে চেওনা। আমি বলতে পারব না।"(দ্বিতীয় অঙ্ক) আবার কলকাতাতে শঙ্করের দাদা, বৌদি, খুকি, পল্টু, সুরেশ্বর, বন্ধু অনিল, বন্ধু অনিলের বউ সকলে মারা গিয়েছে, তাই শঙ্কর বিস্মিত। ক্লিয়া সবকিছু জেনেও তাকে জানায়নি তাই সে কিছুই বুঝে উঠতে পারেনি--এভাবেই নাট্যকার তাঁর 'পরে কোনোদিন' নাটকে শেষ পর্যন্ত উদ্ভট চরিত্রের মাধ্যমে অস্তিবাদী দর্শনকে পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন।

গ্রন্থপঞ্জিঃ

১ 'নাটক সমগ্র' (২য় খণ্ড)- বাদল সরকার, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৪১৭
২ 'বাংলা নাটকের ইতিহাস'- ড. অজিতকুমার ঘোষ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা- ৭৩
৩ 'থিয়েটারের ভাষা'- বাদল সরকার, প্রতিভাস, কলকাতা, ১৯৮৩
৪ 'প্রবাসের হিজিবিজি'- বাদল সরকার, লেখনী প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০৬,
৫ 'বাদল সরকারের নাটকের পরাপাঠ: 'এবং ইন্দ্রজিৎ' ও 'বাকি ইতিহাস'- ড. তরুন মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যলোক, কলকাতা, ২০০৫
৬ 'নাট্য ব্যক্তিত্ব বাদল সরকার'– দর্শন চৌধুরী, একুশ শতক, কলকাতা, ২০০৯
৭ 'অ্যাবসার্ড নাটক মাতৃভাষার বিভাষায়'- কুন্তল মিত্র, অফবিট পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৫
৮। 'পুরানো কাসুন্দি' (১ম খণ্ড)- বাদল সরকার, লেখনী প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০৬
৯। 'পুরানো কাসুন্দি' (২য় খণ্ড)- বাদল সরকার, লেখনী প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০৬
১০। 'পুরানো কাসুন্দি' (৩য় খণ্ড)- বাদল সরকার, লেখনী প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০৬
১১ 'রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর'- অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, প্যাপিরাস, কলকাতা, ১৯৩৩
১২ 'পলিটিক্যাল থিয়েটার'- রথিন চক্রবর্তী(সম্পা.), নাট্যচিন্তা, কলকাতা, ২০০৩
১৩ 'নাট্যতত্ত্ব বিচার'- ড. দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০৩
১৪ 'দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে বাদল সরকারের নাট্যকর্ম'- উত্তরা চৌধুরী, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।
১৫ 'দি অ্যাবসার্ড': নাটকে উদ্ভটতত্ত্ব- দত্তাত্রেয় দত্ত, 'পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্ব ও সাহিত্যভাবনা', নবেন্দু সেন, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, রত্নাবলী, ২০০৯
১৬ 'সাহিত্যের রূপরীতি ও তত্ত্ব'- তপনকুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, প্রজ্ঞা বিকাশ, ২০১১
১৭ 'বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত'- ড. অশোককুমার মিশ্র, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, সাহিত্যসঙ্গী, ২০০৮
১৮। 'নাট্যতত্ত্ব মীমাংসা'- সাধনকুমার ভট্টাচার্য; প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, করুণা প্রকাশনী, ১৯৬৩

আন্তর্জালিক তথ্যসূত্র :

১। en.wikipedia.org/wiki/Badal_Sarkar
২। Sodhganga.org